তারিখ 18 DEC 2012
পৃষ্ঠা 20 কলাম

প্রথম আলো

উপবৃত্তিতে শিক্ষায় অগ্রগতি হলেও ঝরে পড়ার হার উদ্বেগজনক

গোলটেবিল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সমতা আনা থেকে শুরু করে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এই সাফল্যের পেছনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি বড় ভূমিকা রেখেছে।

গতকাল সোমবার *প্রথম আলোর* উদ্যোগে এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি : সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। তবে তাঁরা এও বলেন, সাফল্যের মধ্যেও ঝরে পড়ার হার এখনো উদ্বেগজনক। মানসম্মত শিক্ষা এখনো অর্জিত হয়নি। এ জন্য ঝরে পড়া রোধ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। উপবৃত্তি চালু রাখার পাশাপাশি আরও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলোর* কার্যালয়ে গতকাল এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেন, 'উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিকে ভর্তির হার ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে আশানুরূপ উপস্থিতির জন্য আরও কিছু কাজ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে। আমরা এখন সেদিকেই প্রাধান্য দিচ্ছি। তবে শিক্ষায় সফলতা অর্জন করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, সবাই মিলেই এটা করতে হবে।'

বিভিন্ন সফলতার চিত্র তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার এ পর্যন্ত প্রাথমিকে ৭১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করেছে। আগামী বছর থেকে সব বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে ছোট শিশুপার্কও করা হচ্ছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, শুধু শিক্ষার্থী ভর্তি করলেই হবে না, বিদ্যালয়ে ধরে রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিদ্যালয়ে দুপুরে পুষ্টিকর খাবারের ওপর জোর দিয়ে বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অন্যতম এজেন্ডা হবে পুষ্টি। তিনি আরও বলেন, এটা ঠিক যে শিক্ষায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে গুণগত শিক্ষা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সফলতার চিত্র তুলে ধরে বলেন, 'আমরা চাই, অগ্রগতি যেন মাঝপথে থেমে না যায়। এ জন্য শুধু উপবৃত্তি নয়, আরও বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে।'

প্রথম থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এ জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড আইন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ফান্ডের জন্য বাজেটে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক নোমান উর রশীদ বলেন, 'শিক্ষানীতির সাতটি অধ্যায়েই উপবৃত্তি দেওয়ার কথা বলা আছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

ঝরে পড়ার হার উদ্বেগজনক

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমরা শিক্ষানীতির আলোকেই বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়ন করছি। তবে আমরা শুধু উপবৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকব কি না এবং এটা কত দিন পর্যন্ত চলবে, সেটাও ঠিক করতে হবে।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন নোমান উর রশীদ। তিনি বলেন, নিরাপদ সড়কের মতো নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুব প্রয়োজন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজও নিরাপদ নয়, এটা কেউ ভাবতে পারে না।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তা সৈয়দ রাশেদ আল জায়েদ যশ। তিনি আরও বলেন, 'আমরা এখন বিশ্বের অনেক দেশকেই বলি, বাংলাদেশকে দেখো। তবে শিক্ষার যে অগ্রগতি, সেটাকে কীভাবে আরও সফল করা যায়, সেটা ভাবতে হবে।' সৈয়দ রাশেদ বলেন, ভর্তিতে সফল হলেও ঝরে পড়া এখনো উদ্বেগজনক। উপবৃত্তি কার্যক্রম আরও সফল করতে হলে তদারকি জোরদার করতে হবে।

গবেষক খন্দকার সাখাওয়াত আলী বলেন, উপবৃত্তির কারণে ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ অনেক কমেছে। তিনি উপবৃত্তি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন।

শুধু উপবৃত্তির সফলতা নয়, পুরো শিক্ষার সফলতা ও সম্ভাবনা নিয়ে ভাবা উচিত বলে মনে করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উন্নয়ন বিভাগের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ। তিনি বলেন, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষা উপদেষ্টা এম হাবিবুর রহমান বলেন, উপবৃত্তি কার্যক্রম আরও কীভাবে বেশি কার্যকর হয় এবং ভবিষ্যতে কীভাবে আরও ছেলেমেয়েকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ও মানসম্মত করা যায়, সেটা ভাবতে হবে।

আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পার্টিপ্রধান আখতার আহমেদ বলেন, বিদ্যালয়ে ভর্তি বাড়লেও গুণগত মান বাড়াতে হবে। উপবৃত্তির পাশাপাশি বিদ্যালয়ে খাবারের কর্মসূচি বাড়াতে হবে।

সেভ দ্য চিলড্রেনের কর্মসূচি পরিচালক সাহিদা বেগম বলেন, উপবৃত্তি ভর্তির হার বাড়িয়েছে। কিন্তু গুণগত শিক্ষা গ্রাম পর্যায়ে এখনো প্রশ্নের সম্মুখীন। ঝরে পড়াও এখনো উদ্বেগজনক। শহরের শ্রমজীবী ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের উপবৃত্তির আওতায় আনার প্রস্তাব করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক আবুল কাইয়ুম কোচিং-প্রাইভেট বন্ধের ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে পড়ানোর পর আবার প্রাইভেট কেন? এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে।'